# বার্ষিক প্রতিবেদন
# ২০১২-১৩

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বার্ষিক প্রতিবেদন
# ২০১২-১৩

**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

www.cabinet.gov.bd

# মুখবন্ধ

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাদের কার্যাবলি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ এবং সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রতি বৎসরের ন্যায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলির উপর ভিত্তি করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হল।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলির সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব এ বিভাগের উপর ন্যস্ত। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভা সম্পর্কিত বিবিধ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মন্ত্রিসভা গঠন, মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন, মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ গঠন/পুনর্গঠন, মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিসভা-কমিটিসমূহ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থবৎসর-ভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন বিষয়ক কার্যাবলি এ বিভাগ সম্পাদন করে থাকে। সরকারি খাতে ব্যবস্থাপনা-পদ্ধতির উন্নয়ন, জনপ্রশাসন সংস্কার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, ই-গভর্ন্যান্স কাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত কাজে নেতৃত্বদান, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন এবং দেশের প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

৩। এ প্রতিবেদনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, এসব বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি, মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইন ও বিধিসমূহ, চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি এবং সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রতিবেদন থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, কর্মবন্টন এবং ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথা সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল্যবান দলিল ও তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

৪। বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

**(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)**
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

# সূচিপত্র


| ক্রমিক | বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১.০ | **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি** | | ১ |
| ২.০ | **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস** | | ২ |
| ৩.০ | **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যাবলি** | | ৪ |
| ৪.০ | **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবন্টন** | | ৫ |
| | **অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ** | | |
| | **৪.১** | আইন অধিশাখা | ৫ |
| | **প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অনুবিভাগ** | | |
| | **৪.২** | প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখা | ৫ |
| | **৪.৩** | প্রশাসনিক উন্নয়ন অধিশাখা | ৬ |
| | **৪.৪** | আইসিটি অধিশাখা | ৭ |
| | **মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ** | | |
| | **৪.৫** | মন্ত্রিসভা অধিশাখা | ৮ |
| | **৪.৬** | রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা | ৯ |
| | **প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ** | | |
| | **৪.৭** | প্রশাসন অধিশাখা | ১০ |
| | **৪.৮** | বিধি ও সেবা অধিশাখা | ১১ |
| | **৪.৯** | পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা | ১২ |
| | **জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ** | | |
| | **৪.১০** | জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা | ১৪ |
| | **৪.১১** | জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা | ১৬ |
| | **কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ** | | |
| | **৪.১২** | কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা | ১৭ |
| ৫.০ | **২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ** | | ১৭ |
| | **৫.১** | মন্ত্রিসভা-বৈঠক | ১৭ |
| | **৫.১.১** | মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ১৭ |
| | **৫.২** | মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক | ১৮ |
| | **৫.২.১** | সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি | ১৮ |
| | **৫.২.২** | অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি | ১৮ |
| | **৫.২.৩** | জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি | ১৮ |
| | **৫.২.৪** | মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বিগত তিন বছরের বৈঠক | ১৯ |
| | **৫.৩** | অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক | ১৯ |

| ক্রমিক | বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| **৬.০** | **২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি** | | ২২ |
| | **৬.১** | আইন | ২২ |
| | **৬.২** | বিধি | ২২ |
| **৭.০** | **২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি** | | ২২ |
| | **৭.১** | জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি | ২২ |
| | **৭.২** | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলি | ৩২ |
| | **পরিশিষ্ট-১:** ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা | | ৩৫ |
| | **পরিশিষ্ট-২:** ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI) | | ৩৭ |
| | **পরিশিষ্ট-৩:** ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলি | | ৩৮ |

## ১.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি

১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs)-এর একটি বিভাগ হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তীকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয়। ১৯৭৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় এবং ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারির পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৩ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পুনরায় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসাবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সরকারের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, যার প্রভাব সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়।

১.২ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর বণ্টন ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী-এর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সম্পর্কিত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সঙ্গীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, Warrant of Precedence এবং Rules of Business প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রয়োজনে এগুলির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মবণ্টন; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি; রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি; জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান, মহান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিদেশি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান, জাতীয় শোক দিবস পালন ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধির আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সমর পুস্তক, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

১.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যাসমূহের নিষ্পত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান – এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করাও এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ ছাড়া, নিকার সভা অনুষ্ঠান; নিকার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুসরণ; বিভাগ, জেলা, উপজেলা, থানা ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ; নতুন বিভাগ/জেলা/উপজেলা/থানা সৃষ্টি; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন।

১.৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996-এর rule 16(vi) অনুযায়ী প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক ইংরেজি বৎসর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন, Rules of Business, 1996-এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সঙ্কলন/প্রণয়ন এবং Rules of Business, 1996-এর rule 25(3) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থ-বৎসর ভিত্তিক বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সঙ্কলন/প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন – মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাচিবিক সহায়তায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি; এবং
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

এ কমিটিগুলিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত অস্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকেও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিশেষ সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি;
- সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি;
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি);
- জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি;
- নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি; এবং
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

## ২.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) অনুযায়ী অতিরিক্ত সচিবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ০১টি আইন অধিশাখা এবং ৫টি অনুবিভাগের অধীনে ১১টি অধিশাখা ও আইন অধিশাখাসহ ১২টি অধিশাখার আওতায় এ বিভাগের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মোট ১২টি অধিশাখা, ৩০টি শাখা, ০১টি প্রকল্প সহায়তা সেল এবং ০১টি কম্পিউটার সেল রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩০টি শাখার মধ্য থেকে ০৯টি শাখাকে সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত করে সেখানে উপসচিব

পর্যায়ের কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। অধিশাখাগুলি হচ্ছেঃ (১) প্রশাসনিক সংস্কার, (২) নিকার, (৩) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, (৪) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়, (৫) রেকর্ড, (৬) বিধি, (৭) সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার, (৮) মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন, এবং (৯) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বমোট লোকবল ২১০ জন। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা **পরিশিষ্ট-১** এ দেখানো হল।

২.২ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। এছাড়া, তিনজন অতিরিক্ত সচিব ও দুইজন যুগ্মসচিব ০৫টি অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। চার জন যুগ্মসচিব চারটি অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ ও আওতাধীন অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপঃ

| | **অনুবিভাগসমূহ** | | **অধিশাখাসমূহ** |
|---|---|---|---|
| ১। | প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং | ১। | প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং |
| | | ২। | প্রশাসনিক উন্নয়ন |
| | | ৩। | আইসিটি |
| ২। | মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট | ৪। | মন্ত্রিসভা |
| | | ৫। | রিপোর্ট ও রেকর্ড |
| ৩। | প্রশাসন ও বিধি | ৬। | প্রশাসন |
| | | ৭। | পরিকল্পনা ও বাজেট |
| | | ৮। | বিধি ও সেবা |
| ৪। | জেলা ও মাঠ প্রশাসন | ৯। | জেলা ও মাঠ প্রশাসন |
| | | ১০। | জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি |
| ৫। | কমিটি ও অর্থনৈতিক | ১১। | কমিটি ও অর্থনৈতিক |
| | - | ১২। | আইন (অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত) |

২.৪ প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন উপসচিব এবং প্রতিটি শাখার দায়িত্বে আছেন একজন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। হিসাব শাখায় চলতি দায়িত্বে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। আইসিটি অধিশাখার আওতায় আইসিটি শাখায় একজন সিস্টেম এনালিস্ট, একজন মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ও একজন এসিস্ট্যান্ট সিস্টেম এনালিস্ট ও দুইজন সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর এবং কম্পিউটার সেলে একজন প্রোগ্রামার ও একজন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর নিয়োজিত আছেন। প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখার আওতায় প্রকল্প সহায়তা সেলে একজন সহকারী প্রধান নিয়োজিত আছেন।

২.৫ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য ০৭(সাত)টি প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) নির্ধারণ করা হয়। প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন **পরিশিষ্ট-২** এ দেখানো হল।

২.৬ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ০৩টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য, ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ **পরিশিষ্ট-৩** এ দেখানো হল।

## ৩.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যাবলি

ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS (Schedule I of the Rules of Business, 1996) অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

১। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

২। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের কাগজ ও দলিলপত্র এবং সিদ্ধান্তসমূহের হেফাজত।

৩। মন্ত্রিসভা ও কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা।

৪। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর পারিতোষিক ও বিশেষ অধিকার।

৫। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি।

৬। রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ।

৭। কার্যবিধিমালা এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে কার্যবন্টন।

৮। তোষাখানা।

৯। পতাকা বিধিমালা, জাতীয় সঙ্গীত বিধিমালা এবং জাতীয় প্রতীক বিধিমালা।

৯ক। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন।

১০। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের নিয়োগ ও পদত্যাগ এবং তাঁদের শপথ পরিচালনা।

১১। ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতা ব্যতীত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণ সম্পর্কিত সাধারণ সেবা।

১১ক। দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত সকল বিষয়।

১২। যুদ্ধ ঘোষণা।

১৩। সচিব কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহের সাচিবিক দায়িত্ব।

১৪। উপজেলা, জেলা ও বিভাগসমূহের সাধারণ প্রশাসন।

১৫। পদমানক্রম।

১৬। ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ।

১৭। আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রদান।

১৮। প্রশাসনিক সংস্কার/পুনর্গঠন সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)।

১৯। এ বিভাগের আর্থিক বিষয়সহ প্রশাসন।

২০। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

২১। এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়ে সকল আইন।

২২। জাতীয় পুরস্কার এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহ।

২৩। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন।

## ৪.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবন্টন

### ৪.১ আইন অধিশাখা

আইন অধিশাখা অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। আইন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.১.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সম্পৃক্ত করে দায়েরকৃত দেওয়ানি মামলা ও রিট পিটিশনসহ অন্যান্য মামলার বিষয়ে সরকারি আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগক্রমে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১.২ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালের মামলাসমূহের বিষয়ে জবাব তৈরি করাসহ এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনালে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন আইনগত বিষয়ে মতামত প্রদান।

উল্লিখিত কার্যাবলি আইন কোষের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

### ৪.২ প্রশাসনিক সংস্কার, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখা

প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৪.২.১ গভর্ন্যান্স, পাবলিক সেক্টর excellence and leadership এবং প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত ইস্যুতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব পর্যালোচনা ও সরকার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন;

৪.২.২ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে জনপ্রশাসন ও পাবলিক সেক্টর সংক্রান্ত অগ্রগতি অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.২.৩ জনপ্রশাসনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত প্রস্তাবের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত প্রদান;

৪.২.৪ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, বিয়াম, বিপিএটিসি-এর সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

৪.২.৫ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার, গভর্ন্যান্স ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম, ওয়ার্কশপ, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন;

৪.২.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট হিসাবে শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কিত সকল নীতি-নির্ধারণ, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয়, অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং নতুন নীতি ও কৌশল প্রণয়ন;

৪.২.৭ জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪.২.৮ জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন এবং সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৪.২.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের capacity building সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৪.২.১০ এনইসি, আইএমইডি ও একনেক সংক্রান্ত প্রতিবেদন/মতামত আদান-প্রদান;

৪.২.১১ পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বরাদ্দ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখা ও ০১(এক)টি সেলের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) প্রশাসনিক সংস্কার শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত),

(খ) বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা, এবং

(গ) প্রকল্প সহায়তা সেল।

## ৪.৩ প্রশাসনিক উন্নয়ন অধিশাখা

প্রশাসনিক উন্নয়ন অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৪.৩.১ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪.৩.২ স্বাধীনতা পদক ও অন্যান্য জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন;

৪.৩.৩ জাতীয় পদক পরিধান নির্দেশিকা;

৪.৩.৪ কিশোরগঞ্জ ফাউন্ডেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৪.৩.৫ বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট তথা বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, থানা ইত্যাদির সৃষ্টি/ও সীমানা নির্ধারণ;

৪.৩.৬ নিকার সভা অনুষ্ঠান ও এ সভায় সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং নিকার সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.৩.৭ নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪.৩.৮ জেলাসদরের কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি ও ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি)-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) প্রশাসনিক উন্নয়ন শাখা, এবং

(খ) নিকার শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

## ৪.৪ আইসিটি অধিশাখা

আইসিটি অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৪.৪.১ ই-গভর্নমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও টেকসই করা সংক্রান্ত কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ICT সম্পর্কিত সকল কাজে নেতৃত্ব দান, নির্দেশনা প্রদান, তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় সাধন;

৪.৪.২ ই-গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, সফটওয়্যার তৈরি ও প্রোগ্রাম ইন্সটলেশন করা;

৪.৪.৩ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন অফিসসমূহে ই-গভর্নমেন্ট চালুকরণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন;

৪.৪.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের ICT সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.৪.৫ সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসরণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নথি ব্যবস্থাপনা, রেকর্ড সংরক্ষণ, নথির নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ফাইল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, ডিজিটাল নথি নম্বর পদ্ধতি এবং ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তদারকিকরণ;

৪.৪.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন, প্রোগ্রাম প্রণয়ন, নতুন কম্পিউটার সংগ্রহ, প্রোগ্রাম ইনস্টলেশন ও কম্পিউটারের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং accessories প্রদান;

৪.৪.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, সার্কুলার নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ;

৪.৪.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্ভার এবং ওয়ার্কস্টেশন, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) ও ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN) ব্যবস্থাপনা ও তদারকিকরণ;

৪.৪.৯ কম্পিউটার ব্যবহারকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

৪.৪.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থাপিত ইন্টারনেটের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৪.৪.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক কম্পিউটারের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন/প্রোগ্রাম তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৪.১২ কম্পিউটারের সেলের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও স্টেশনারি দ্রব্যাদির স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ।

৪.৪.১৩ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং এর পরিচালনা ও কারিগরি বিষয়ে তদারকি করা।

৪.৪.১৪ জেলা ই-সেবা ও ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং বহুবিধ সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।

৪.৪.১৫ জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার উদ্দেশ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেটিভ টিম গঠন।

৪.৪.১৬ সরকারিভাবে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/অধিদপ্তর/দপ্তর/কার্যালয়ের বাংলা ইউনিকোড বাস্তাবয়নের কার্যক্রম তদারকি করা।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) আইসিটি শাখা, এবং

(খ) কম্পিউটার সেল।

## ৪.৫ মন্ত্রিসভা অধিশাখা

মন্ত্রিসভা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.৫.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪.৫.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রেরিত মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষা করে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন;

৪.৫.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠক আহ্বান ও কার্যপত্র প্রেরণ, মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণের অবলোকনের জন্য উক্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ ও ফেরত প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৫.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অবগতির জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নিকট এবং বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের নিকট প্রেরণ;

৪.৫.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ, পর্যালোচনা এবং সঙ্কলন;

৪.৫.৬ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান;

৪.৫.৭ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

৪.৫.৮ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

৪.৫.৯ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সচিব-সভার আয়োজন ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন;

৪.৫.১০ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার আয়োজন ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০৩(তিন)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা;

(খ) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত); এবং

(গ) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

## ৪.৬ রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা

রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.৬.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996 এর rule 16(vi) মোতাবেক প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক ইংরেজি বৎসর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণের খসড়া প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ;

৪.৬.২ Rules of Business, 1996-এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংগ্রহ, সঙ্কলন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

৪.৬.৩ Rules of Business, 1996 এর rule 25(3) অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থ-বৎসর ভিত্তিক বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংগ্রহ, সঙ্কলন, মন্ত্রিসভার আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন এবং প্রকাশনা;

৪.৬.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ;

৪.৬.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশনা ও ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ;

৪.৬.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের জনবল বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোতে প্রেরণ;

৪.৬.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/অর্জিত সাফল্যের প্রতিবেদন চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;

৪.৬.৮ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী বই আকারে বাঁধাইকরণ ও সংরক্ষণ;

৪.৬.৯ সমর পুস্তক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং অভিরক্ষকগণের নিকট থেকে নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

৪.৬.১০ সমরপুস্তক হালনাগাদকরণের কাজ;

৪.৬.১১ ২৫ বছরের উর্ধ্বের ঐতিহাসিক দলিল এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সার-সংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী জাতীয় আর্কাইভ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরকরণ।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২ (দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) রিপোর্ট শাখা, এবং

(খ) রেকর্ড শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত)।

## ৪.৭ প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.৭.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের পদায়ন এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ও পদ সৃজন;

৪.৭.২ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছুটি, পেনশন, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি প্রশাসনিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ;

৪.৭.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রকার মনোহারী দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, টেলিফোন, যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;

৪.৭.৪ পাক্ষিক ও মাসিক বিভাগীয় সমন্বয় সভার যাবতীয় কার্যাদি, বিভিন্ন সেমিনার/সভা/সম্মেলন/উৎসব আয়োজন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাকরণ;

৪.৭.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবণ্টন;

৪.৭.৬ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণের বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাস/মিশন/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৭.৭ কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৭.৮ আন্তর্জাতিক পুরস্কার/পদক/খেতাব গ্রহণের জন্য বাংলাদেশী নাগরিকদের অনুমোদন প্রদান এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৭.৯ স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৭.১০ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৭.১১ তোষাখানা (মেইন্টেন্যান্স এ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ১৯৭৪-এর আলোকে রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি;

৪.৭.১২ জাতীয় সংসদ বিষয়ক কার্যাদি;

৪.৭.১৩ সচিবালয় প্রবেশে সুবিধা বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রতিকার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখার মাধ্যমে অভিযোগ/আবেদন পত্র গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ ;

৪.৭.১৪ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের পক্ষে সচিবালয়ের বাহির থেকে আগত পত্রসমূহ গ্রহণ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিতরণ;

৪.৭.১৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত পত্রাদি গ্রহণ ও বিতরণ এবং এ বিভাগ থেকে অন্যত্র পত্রসমূহ বিলি বণ্টন সংক্রান্ত কাজ;

৪.৭.১৬ রাষ্ট্রীয় তোষাখানায় জমাকৃত বিভিন্ন উপহারসামগ্রী সংরক্ষণ, মূল্যায়ন, শ্রেণিবিন্যাসকরণ, নিলামে বিক্রয় ও হিসাব সংরক্ষণ;

৪.৭.১৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৭.১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবণ্টিত বিষয়াদি;

৪.৭.১৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি/নীতিমালা/গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন/সার্কুলারসমূহের সঙ্কলন প্রকাশনা;

৪.৭.২০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.৭.২১ সচিবালয়ের পরিদর্শন সংক্রান্ত বিবিধ আদেশ, প্রজ্ঞাপন, যোগাযোগপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও তার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৭.২২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০৬(ছয়)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) সংস্থাপন শাখা,
(খ) প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা,
(গ) সাধারণ সেবা শাখা,
(ঘ) গোপনীয় ও তোষাখানা শাখা,
(ঙ) সাধারণ শাখা এবং
(চ) কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা।

## ৪.৮ বিধি ও সেবা অধিশাখা

বিধি ও সেবা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.৮.১ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

৪.৮.২ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণের নিয়োগপত্র, দায়িত্বভার গ্রহণ, দপ্তর বণ্টন, দপ্তর পুনর্বণ্টন এবং পদত্যাগ সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি মুদ্রণ ও বিতরণ;

৪.৮.৩ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী পদমর্যাদা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৮.৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে বিমান বন্দরে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের তালিকা প্রণয়ন, আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বিতরণ;

৪.৮.৫ প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা;

৪.৮.৬ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণের নিয়োগ, পদত্যাগ, অপসারণ ও শপথ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক কাজে সহায়তা করা;

৪.৮.৭ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও প্রাধিকার সংক্রান্ত আইন এবং জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সঙ্গীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, Warrant of Precedence, Rules of Business, Allocation of Business Among The Different Ministries And Divisions, Instruction Regarding Personal Standard of the President, Instruction Regarding Personal Standard of the Prime Minister ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৮.৮ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশাবলি;

৪.৮.৯ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের বেতন, ভ্রমণ ভাতা, মহার্ঘ ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, আসবাবপত্র সরবরাহ, পৌরকর, ওয়াসা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি, বাড়ি মেরামত, মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আপ্যায়ন ব্যয় ও ঐচ্ছিক মঞ্জুরি ইত্যাদি বিষয়ে বাজেট ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন;

৪.৮.১০ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতসমূহের জন্য প্রতি বছর আর্থিক বাজেটের প্রস্তাব প্রণয়ন;

৪.৮.১১ জাতীয় সংসদের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সংসদ সম্পর্কীয় কার্যবণ্টন এবং সংসদ চলাকালীন সময়ে যদি কোন মন্ত্রী অথবা প্রতিমন্ত্রী দেশের বাইরে অবস্থান করেন অথবা সংসদে অনুপস্থিত থাকেন তা হলে উক্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর পরিবর্তে অন্য কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীকে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংসদ সম্পর্কীয় দায়িত্ব অর্পণ সংক্রান্ত কাজ;

৪.৮.১২ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণের বিদেশ সফরকালীন সময়ে তাঁদের দায়িত্বভার প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৮.১৩ বিমান বন্দরের ভিভিআইপি ও ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.৮.১৪ Official Dress Code/National Dress Code সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০৩(তিন)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) বিধি শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত);
(খ) সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত); এবং
(গ) মন্ত্রিসেবা শাখা।

## ৪.৯ পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা

পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.৯.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

৪.৯.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

৪.৯.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ;

৪.৯.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত ও ডাটা এন্ট্রি;

৪.৯.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/ পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;

৪.৯.৬ আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

৪.৯.৭ রাজস্ব আহরণ ও অর্থ ছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪.৯.৮ প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন (পরিকল্পনা/উন্নয়ন) অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর/সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (financial and non-financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা;

৪.৯.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

৪.৯.১০ অর্থ বিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুয়ায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪.৯.১১ পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৪.৯.১২ অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব (প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

৪.৯.১৩ অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা;

৪.৯.১৪ বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সঙ্গে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সংগতিসাধন;

৪.৯.১৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ;

৪.৯.১৬ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

৪.৯.১৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা, নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সমন্বয়সাধন;

৪.৯.১৮ বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করা;

৪.৯.১৯ বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির উপ-কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

৪.৯.২০ আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সমন্বয় সাধন;

৪.৯.২১ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৯.২২ বাজেট প্রণয়ন. বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে (Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা;

৪.৯.২৩ বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন;

৪.৯.২৪ আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সমন্বয়সাধন; এবং

৪.৯.২৫ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) পরিকল্পনা ও বাজেট শাখা, এবং

(খ) হিসাব শাখা।

## ৪.১০ জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা

জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.১০.১ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ফিটলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১০.২ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে যোগদানের অনুমতি এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১০.৩ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১০.৪ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১০.৫ বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে মাসিক সভা অনুষ্ঠান;

৪.১০.৬ জেলা প্রশাসক সম্মেলনের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;

৪.১০.৭ জেলা, উপজেলা পর্যায়ে অন-দ্য-জব ট্রেনিং, ইন-হাউজ ট্রেনিং, সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন বা পরিচালনা সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৪.১০.৮ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা ও তদন্ত করা এবং বিভাগীয় মামলা রুজুর অনুমোদন প্রদান, তদন্তের পর প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ, সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ;

৪.১০.৯ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উক্ত প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে সারসংক্ষেপ প্রস্তুত, প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন এবং তাঁর নির্দেশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১০.১০ দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;

৪.১০.১১ মাঠ পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

৪.১০.১২ পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;

৪.১০.১৩ নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সকল প্রকার পরিপত্র জারিকরণ ও প্রাসঙ্গিক কার্যাবলি;

৪.১০.১৪ বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১০.১৫ জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১০.১৬ বিভাগীয় কমিশনার ওজেলা প্রশাসকগণের অর্থাৎ মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সংযোগ স্থাপন;

৪.১০.১৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের করণীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১০.১৮ জমির হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিলের স্ট্যাম্পে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত মামলাসমূহ পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৪.১০.১৯ আদালত পরিদর্শন ব্যতীত কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের অন্য সকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ থানা/কারাগার প্রভৃতি পরিদর্শন/ দর্শন প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪.১০.২০ আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যায়ে সমন্বয় এবং জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১০.২১ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কাজের পরিবেশ উন্নয়ন এবং তাদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.১০.২২ সচিবালয় ব্যতীত সরকারি অধিদপ্তর/সংস্থার সংগঠন, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশাসন, পরিদর্শন, ভ্রমণ এবং এতদসংক্রান্ত বিবিধ আদেশ, প্রজ্ঞাপন, যোগাযোগপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও তার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১০.২৩ জাতীয়, আন্তর্জাতিক দিবস ও বিভিন্ন প্রকার বিশেষ কর্মসূচি উদ্‌যাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০৪(চার)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন শাখা (সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত);

(খ) মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখা;

(গ) মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা শাখা এবং

(ঘ) মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা।

## ৪.১১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা

জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

৪.১১.১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি বিষয়ক নীতিমালা, নির্দেশাবলি, পরিপত্র ও সাধারণ যোগাযোগ এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের ক্ষমতা অর্পণ/প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১১.২ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.১১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১১.৪ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিচারকার্য পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের কোর্টসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৪.১১.৫ জেলার মাসিক আইন-শৃঙ্খলা সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১১.৬ মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত কার্যাদি পর্যালোচনা;

৪.১১.৭ মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪.১১.৮ সংঘটিত গুরুতর অপরাধের উপর গৃহীত ব্যবস্থা এবং তদোদ্ভূত মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে মাঠ প্রশাসনের নিকট থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ;

৪.১১.৯ আইন-শৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও গোপনীয় প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত কার্যাবলি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা, এবং

(খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা।

## ৪.১২ কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা

কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখার কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

৪.১২.১ বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুর্নগঠন, সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪.১২.২ কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি; এবং
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

উল্লিখিত কার্যাবলি নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) কমিটি বিষয়ক শাখা; এবং

(খ) ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা।

## ৫.০ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

### ৫.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠক

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১২-১৩) মোট ৫২টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত ২৩৩টি সারসংক্ষেপ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মন্ত্রিসভা-বৈঠকসমূহে উপস্থাপন করা হয়।

### ৫.১.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ৩০৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ২৪৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত ৩০৬টি সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রতিবেদনাধীন সময়ে ২৪৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় এবং ৬৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আছে। বিগত তিন বছরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হলঃ

| অর্থ-বৎসর / বিষয়সমূহ | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ |
|---|---|---|---|
| মন্ত্রিসভা-বৈঠক | ৪৩টি | ৩৯টি | ৫২টি |
| গৃহীত সিদ্ধান্ত | ২৫১টি | ৩০৬টি | ৩০৬টি |
| বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত (বাস্তবায়নের হার) | ২৪৪টি (৯৭.২%) | ২৯১টি (৯৫.১%) | ২৪৩টি (৭৯.৪১%) |

## ৫.২ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক

**৫.২.১ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিঃ** প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১২-১৩) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০৭টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ১৯৭টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

**৫.২.২ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিঃ** প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১২-১৩) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকসমূহে ৫১টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৪২টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

**৫.২.৩ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিঃ** স্বাধীনতা পুরস্কার, একুশে পদক, বেগম রোকেয়া পদক ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে এবং জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি ও বাংলাদেশ মৈত্রী পদক বিষয়ে নীতিমালা চূড়ান্তকরণের জন্য ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ০৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়ঃ

(ক) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে ০৮ (আট) জন সুধীকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১৩' প্রদান করা হয়।

(খ) ৩০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে ১২ জন সুধীকে এবং একটি সংগঠনকে একুশে পদক, ২০১৩ প্রদান করা হয়। সুধীগণ হচ্ছেন- ভাষা আন্দোলনে এম. এ. ওয়াদুদ (মরণোত্তর); অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ (মরণোত্তর) ও জনাব তোফাজ্জল হোসেন; মুক্তিযুদ্ধে জনাব এনামূল হক মোস্তফা শহীদ; সমাজসেবায় নূরজাহান মুরশিদ (মরণোত্তর) ও স্যামসন এইচ চৌধুরী (মরণোত্তর); ভাষা ও সাহিত্যে জনাব রফিক আজাদ ও জনাব আসাদ চৌধুরী; শিল্পকলায় জনাব কাদেরী কিবরিয়া; জনাব জামালউদ্দিন হোসেন; বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী (চারন কবি বিজয় সরকার) (মরণোত্তর) এবং বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।

(গ) 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০১২'-এর বিষয়ে ১১ নভেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ০৯ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে প্রফেসর মাহফুজা খান ও সৈয়দা জেবুন্নেছা হককে 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০১২' প্রদান করা হয়।

(ঘ) ১১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট শিল্পী/কলাকুশলী/চলচ্চিত্রকে ২৪টি ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১১' প্রদান করা হয়।

(ঙ) ১৪ অক্টোবর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে 'জাতীয় পুরস্কার/পদক সংক্রান্ত নির্দেশাবলি'(নভেম্বর ২০১২পর্যন্ত সংশোধিত) ও 'বাংলাদেশ মৈত্রী পদক নীতিমালা' চূড়ান্ত করা হয়।

**৫.২.৪ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বিগত তিন বছরের বৈঠকঃ** সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি রয়েছে। সকল মন্ত্রিসভা কমিটির বিগত তিন বছরের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলঃ

| অর্থ-বৎসর / কমিটিসমূহ | ২০১০ -১১ বৈঠক সংখ্যা | ২০১১-১২ বৈঠক সংখ্যা | ২০১২-১৩ বৈঠক সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি | ৪০টি | ৪০টি | ২৯টি |
| ২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি | ১৪টি | ১১টি | ১১টি |
| ৩। জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি | ০৪টি | ০৬টি | ০৫টি |
| ৪। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি | ০২টি | ০৩টি | ০৩টি |
| ৫। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি | ০৩টি | ০৩টি | ০১টি |

## ৫.৩ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

### (ক) প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিকার-এর ১০৭তম সভা ০৭ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে এবং ১০৮তম সভা ২৭ মে ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(১) নিকার-এর ১০৭তম সভায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা, ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলাধীন তারাকান্দা থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা সদরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলা সদরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, চট্টগ্রাম মহানগরে ৪টি নতুন থানা স্থাপন এবং এর জন্য সর্বমোট ২০০টি পদ সৃজন, চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই থানাকে বিভক্ত করে জোরারগঞ্জ নামে নতুন থানা স্থাপন ও এর জন্য ৪৪টি পদ সৃজন এবং মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানাধীন ডাসার তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীতকরণ ও এর জন্য ২৪টি পদ সৃজন করা হয়।

(২) নিকার-এর ১০৮তম সভায় নাটোর জেলার নলডাঙ্গা থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ, ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলা সদরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা সদরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন কাজিরহাট

পুলিশ তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীতকরণ ও এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৭টি পদ সৃজন, পাবনা জেলার বেড়া থানাধীন আমিনপুর তদন্তকেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ থানায় উন্নীতকরণ ও এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত ২৩টি পদ সৃজন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যাত্রাবাড়ী থানাধীন ০৭ নম্বর ওয়ার্ড (সাবেক-৩০ নম্বর ওয়ার্ড)-এর কাজীরবাগ, মানিকনগর, মিয়াজান লেন ও দক্ষিণ মানিকনগর এলাকাকে নবগঠিত মুগদা থানায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং খুলনা মহানগরে ০৩টি নতুন থানা স্থাপন ও থানাসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৩৮টি পদ সৃজন করা হয়।

### (খ) জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভা ২৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/সংস্থার নৈতিকতা কমিটি গঠন, এনজিও ও বেসরকারি সেক্টরের শুদ্ধাচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, শুদ্ধাচার কৌশলের ব্যাপক প্রচার ও জনঅবহিতকরণসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

### (গ) সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি'

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি'র দুইটি সভা ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ ও ২৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

### (ঘ) নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি

০৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে, ২৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখে, ০২ মে ২০১৩ তারিখে এবং ২০ মে ২০১৩ তারিখে উক্ত কমিটির ০৪(চার)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

### (ঙ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ২৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে মোট ২৩০টি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় এবং ২২০টি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হয়।

### (চ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে উক্ত কমিটির ০৫(পাঁচ)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সর্বমোট ০৯টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ০৬টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

### (ছ) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ৪৭টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

### (জ) বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সমন্বয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মোট ২০৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

### (ঝ) জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর মোট ৫টি সভা (১৬৩তম, ১৬৪তম, ১৬৫তম, ১৬৬তম ও ১৬৭তম) অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভায় মোট ১৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে রয়েছে - নারায়ণগঞ্জ জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ে পাসপোর্ট অফিস স্থাপনের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন, মানিকগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণের জন্য বাসভবন নির্মাণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন, নেত্রকোনা ও বান্দরবান সার্কিট হাউস সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন, মাগুরা জেলায় চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদন, ফরিদপুর, খুলনা ও নড়াইল রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন নির্মাণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন, রংপুর জেলার প্রস্তাবিত নতুন ট্রেজারি ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রণীত প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা অনুমোদন, শরীয়তপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পাসপোর্ট অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে প্রণীত স্থাপত্য নকশা অনুমোদন, মেহেরপুর জেলা সার্ভার স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বিকল্প স্থানের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এমআরপি কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে পাসপোর্ট অফিস স্থাপনের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন, মৌলভীবাজার জেলা কালেক্টরেট বিল্ডিং এর ২য় ও ৩য় তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন, নওগাঁ সার্কিট হাউজ উর্ধ্বমুখী (৩য় তলা) সম্প্রসারণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন, ভোলা জেলা সার্কিট হাউজ সম্প্রসারণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন, বাগেরহাট জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন এবং স্থাপত্য নকশা অনুমোদন।

### (ঞ) সচিব সভা

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট ০৪টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ০১টি সচিব সভা এবং ১৮ জুলাই ২০১২, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ও ১২ জুন ২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ০৩টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়।

### (ট) জেলা প্রশাসক সম্মেলন

মাঠ পর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ১০-১২ জুলাই ২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ও মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাদি সমাধানকল্পে এ সম্মেলনে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত মোট ৫৩৩টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৩০টি স্বল্পমেয়াদি, ১৭২টি মধ্যমেয়াদি এবং ২৩১টি দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত। স্বল্পমেয়াদি ১৩০টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১২৯টি, মধ্যমেয়াদি ১৭২টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৬১টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ২৩১টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৯৬টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত/নিষ্পত্তি হয়। সর্বমোট ৪৮৬টি (৯১.১৮ শতাংশ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়।

## ৬.০ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি

### ৬.১ আইন

(১) President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2013 জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২০১৩ সনের ৮নং আইনরূপে প্রকাশিত হয়।

### ৬.২ বিধি

(১) ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে যথাক্রমে- 'MINISTRY OF FOOD' (খাদ্য মন্ত্রণালয়) এবং 'MINISTRY OF DISASTER MANAGEMENT AND RELIEF' (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) নামে দুইটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় এবং Rules of Business, 1996 এর Schedule-I-(ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS)-এ উক্ত মন্ত্রণালয় দুইটির কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের এস.আর.ও নং ৩২০-আইন/২০১২) জারি করা হয়।

## ৭.০ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

### ৭.১ জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি

(১) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২০ অক্টোবর ২০১২, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ এবং ২৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ও ০৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে বঙ্গভবনে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মোট ০৫ জন বিদেশি বরেণ্য ব্যক্তিকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' (Bangladesh Liberation War Honour) এবং ১৮৫ জন বিদেশি বরেণ্য ব্যক্তি ও ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' (Friends of Liberation War Honour) প্রদান করা হয়। মোট পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯৩। ০৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে বঙ্গভবনে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ভারত প্রজাতন্ত্রের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদান করেন।

(২) ২৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মোট ০৮ (আট) জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৩-এ ভূষিত করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তগণ হলেন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে মরহুম এম এ হান্নান, শহীদ মো. সামসুল হক, জনাব মো. আবদুল হামিদ এডভোকেট, আলহাজ ডা. মো. মোশারফ হোসেন ও লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক; অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রয়াত স্বদেশ রঞ্জন বোস; সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রয়াত সত্য সাহা এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে ড. মোহাম্মদ আবদুল হামিদ মিয়া।

(৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান ১৩-১৭ আগস্ট ২০১২ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরব, ১৫-১৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত কুয়েত, ১৩-১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর এবং ১৬-২৫ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে সরকারি সফরে গমন করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঢাকা ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৪) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান অসুস্থতাজনিত কারণে দায়িত্ব পালনে সাময়িকভাবে অসমর্থ হওয়ায় তিনি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট এর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার পালন সংক্রান্ত ১৪ মার্চ ২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান গত ২০ মার্চ ২০১৩ তারিখে ইন্তেকাল করায় রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট-এর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত ২০ মার্চ ২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৬) সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২০ মার্চ ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমানের ইন্তেকালে দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে ২১-২৩ মার্চ ২০১৩ তিন দিন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শোক পালন এবং উক্ত দিবসসমূহে বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার জন্য ২০ মার্চ ২০১৩ তারিখে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতির মৃত্যুতে ২১ মার্চ ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ এবং কার্যভার গ্রহণ করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৮) ১৫ আগস্ট ২০১২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস, ২০১২ সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনার্থে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিস্থলসহ ৬৪টি জেলা এবং ৪২৩টি উপজেলায় যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় শোক দিবস, ২০১২ জাতীয় পর্যায়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।

(৯) গত ১৪ জুলাই ২০১২ তারিখে বাংলাদেশের আধুনিক স্থাপত্যের পথিকৃৎ বিশিষ্ট স্থপতি মাজহারুল ইসলাম এর মৃত্যুতে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ২৩ জুলাই ২০১২ তারিখে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শোক প্রস্তাবটি ২৯ জুলাই ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১০) গত ১৯ জুলাই ২০১২ তারিখে জননন্দিত কথাসাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার ও বিশিষ্ট সংস্কৃতিসেবী হুমায়ূন আহমেদ-এর মৃত্যুতে ২৩ জুলাই ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শোক প্রস্তাবটি ২৯ জুলাই ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১১) ২৪ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকার উপকণ্ঠে আশুলিয়ায় একটি তৈরি পোশাক কারখানায় সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১০ জন কর্মী এবং একই দিনে চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট এলাকায় নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের গার্ডার ভেঙ্গে ১৪ জন নিহত হওয়ায় ২৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া, এ দু'টি দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে ২৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখ জাতীয় পর্যায়ে শোক পালন এবং এ উপলক্ষে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবনে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, দেশের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত ও নিহতদের আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়ে গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্ত ২৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়।

(১২) গত ০৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে নির্ভীক ও মুক্তচিন্তার অধিকারী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. খান সারওয়ার মুরশিদ-এর মৃত্যুতে ১০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং শোক প্রস্তাবটি ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৩) প্রখ্যাত চিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ইন্তেকাল করেন। বিশিষ্ট এ চিকিৎসক ও সমাজসেবকের মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয় এবং শোকপ্রস্তাবটি ৩০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৪) বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ০৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে ১১ মার্চ ২০১৩ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৩ মার্চ ২০১৩ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৫) বিশিষ্ট কম্পিউটার বিজ্ঞানী জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়-এর শাশুড়ি মিসেস মেরি লু ওভারমায়ার ১২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে মৃত্যুবরণ করার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভার ১৫ এপ্রিল ২০১৩ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৮ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৬) গত ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ সকালে সাভারে অবস্থিত একটি বহুতল ভবন ধসে পড়ে। ধসে পড়া ভবন হতে ২৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ২,৮১৮ জনকে উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে ২,৪৩৭ জনকে জীবিত এবং ৩৮১ জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় *[সর্বমোট ২,৪৩৮ জনকে জীবিত এবং ১,১১৬ জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়]*। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে ২৫ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ জাতীয় পর্যায়ে শোক পালন করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং নিহতদের আত্মার মাগফেরাত ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে মন্ত্রিসভার ২৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। শোকপ্রস্তাবটি ০২ মে ২০১৩ তারিখের ০৪.৪২১.০৬২.০১.০১. ০২২.২০১৩.১০৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৭) অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. মোহাম্মদ তারেক আগস্ট ২০১২ মাসের শুরুতে বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তার পূর্বে তিনি দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বৎসর অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে অর্থ সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ ৩২ বছরের চাকরি জীবনে মেধা, সততা ও বিচক্ষনতার সঙ্গে সরকার ও দেশের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ড. মোহাম্মদ তারেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৩ জুলাই ২০১২ তারিখের বৈঠকে একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি ২৯ জুলাই ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(১৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব তানজিম আহমদ ০৭ জুলাই ২০১২ তারিখ অপরাহ্নে সংসদ-সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮ (১)(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ০৭ জুলাই ২০১২ তারিখ থেকে জনাব তানজিম আহমদের প্রতিমন্ত্রী পদে নিয়োগের অবসান হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৮ জুলাই ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে জারি করা হয়।

(১৯) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন-এর ২৩ জুলাই ২০১২ তারিখের পদত্যাগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৩ আগস্ট ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর, জনাব হাসানুল হক ইনু, জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, জনাব মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ ও জনাব মোঃ মুজিবুল হককে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী এবং জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী ও জনাব মোঃ আব্দুল হাই-কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী পদে নিয়োগ প্রদান করেন। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রিগণের শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে জারি করা হয়।

(২১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business 1996-এর Rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজুকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনাব আবুল কালাম আজাদকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব ওবায়দুল কাদেরকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, জনাব হাসানুল হক ইনুকে তথ্য মন্ত্রণালয়, ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে খাদ্য মন্ত্রণালয়, জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলীকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জনাব মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও জনাব মোঃ মুজিবুল হককে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব বণ্টন/পুনর্বণ্টন এবং জনাব ওমর ফারুক চৌধুরীকে শিল্প মন্ত্রণালয় ও জনাব মোঃ আব্দুল হাইকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব বণ্টন করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে জারি করা হয়।

(২২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business, 1996-এর Rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে জনাব প্রমোদ মানকিনকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে জারি করা হয়।

(২৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম শিরীন শারমিন চৌধুরী ৩০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৩০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৪) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০২ জুন ২০১৩ রবিবার ১৯৮ গাজীপুর-৫ আসনের সংসদ-সদস্য বেগম মেহের আফরোজকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। ০২ জুন ২০১৩ তারিখে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business 1996-এর Rule 3(iv) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী বেগম মেহের আফরোজকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন। ০২ জুন ২০১৩ তারিখে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৬) গত ০৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকার মিরপুরের শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সাহারা কাপ ক্রিকেটের পঞ্চম এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে এক দিনের আন্তর্জাতিক (ওডিআই) সিরিজ ৩-২ ম্যাচে জয়লাভ করায় বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের এ সাফল্যে ১০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়। অভিনন্দন প্রস্তাবটি গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৭) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উত্থাপিত 'জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' মডেলটি আরও যুগোপযোগী করে পুনরায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে উপস্থাপন করা হলে তা গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে রেজল্যুশন আকারে গৃহীত হয়। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য-রাষ্ট্র এ রেজল্যুশন সমর্থন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 'জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' মডেল বিশ্বে বাংলাদেশের এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করায় মন্ত্রিসভার ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের বৈঠকে একটি অভিন্দন-প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্যা কন্যা সায়েমা ওয়াজেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশের সফল কূটনৈতিক তৎপরতায় অটিজম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথমবারের মত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ১২ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে একটি রেজল্যুশন গৃহীত হয়। এ রেজল্যুশন জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহে অটিজম সম্পর্কিত গবেষণায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনসাধারণ ও প্রফেশনালদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অটিজমে আক্রান্তদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করতে সহায়ক হবে। মূল্যবান এ অর্জনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করায় মন্ত্রিসভার ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন-প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এ প্রস্তাবটি ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৯) জাতীয় সংসদের ১৯৭ গাজীপুর-৪, ১৩২ টাঙ্গাইল-৩, ২৮৯ চট্টগ্রাম-১২, ৫০ নওগাঁ-৫, ও ১৬৫ কিশোরগঞ্জ-৪ শূন্য আসনসমূহের নির্বাচন এবং রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ এবং নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র জারি করা হয়।

(৩০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ ০৪-০৯ মে ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে সরকারি সফরে গমন করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঢাকা ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৩১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ২৫-৩০ জুলাই ২০১২ তারিখ পর্যন্ত এবং ১১-১৪ আগস্ট ২০১২ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য (লন্ডন), ২৯ আগস্ট-০১ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ইরান, ২২ সেপ্টেম্বর-০২ অক্টোবর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, ০২-০৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ভিয়েতনাম ও লাওস, ১৪-১৭ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত রাশিয়া এবং ১৯-২১ মে ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে সরকারি সফরে গমন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৩২) মন্ত্রিপরিষদ সচিব ২৫-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ মেয়াদে ভারত সফর করেন। সফরকালে তিনি ভারতের মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পশ্চিম) ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে তিনি উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'Dollar Credit Line Agreement' বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণের বিষয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া, তিনি Lal Bahadur Shashri National Academy of Administration (LBSNAA) পরিদর্শন করেন এবং এর পরিচালক (সচিব) ও অনুষদসদস্য/ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন। একাডেমি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন। এরপর তিনি Indian Adminsitrative Service (IAS) ও Indian Foreign Service (IFS)-এর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে Interactive session-এ অংশগ্রহণ করেন।

(৩৩) ১৩-২১ এপ্রিল ২০১৩ মেয়াদে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নিয়ইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত 'United Nations Committee of Experts on Public Administration (CEPA)'-এর দ্বাদশ অধিবেশনে যোগদান এবং বোস্টন ও ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন।

(৩৪) দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর ৭(১) ধারার বিধান মতে কমিশনের কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারককে সভাপতি করে ১৬ জুন ২০১৩ তারিখে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।

(৩৫) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মোট ৩৭৫টি (পুঞ্জীভূত) মামলা দায়ের করা হয়। এর মধ্যে ৬৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয় এবং ৩০৮টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ৭৭টি নতুন মামলা রুজু করা হয়।

(৩৬) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৯,৩৫২টির বিপরীতে ৪৬,২২৩টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। ১,০৭,৬৫৫টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ২১,১১,৪৪,২৪৮ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ১৫৭ শতাংশ। উল্লিখিত সময়ে ভ্রাম্যমান আদালতে দণ্ডপ্রদানকৃত মামলার উল্লেখযোগ্য আইনগুলি হল– মটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩; বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯; মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০; ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫; প্রকাশ্য জুয়া আইন, ১৮৮৭; বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০; পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন, ১৯৮০; ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯; বন আইন, ১৯২৭; বিএসটিআই অধ্যাদেশ, ১৯৮৫; ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯; ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬; খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২; বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ, ১৯৭৬; বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্টুরেন্ট অধ্যাদেশ, ১৯৮২; নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) আইন, ১৯৮০; অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন, ২০০৩; বিদ্যুৎ আইন, ১৯১০; অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬; দন্ড বিধির সংশ্লিষ্ট ধারা এবং দন্ড বিধির ৫০৯ ধারায় ইভটিজিং সংক্রান্ত অপরাধ।

(৩৭) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিরুদ্ধে মোট ৩৩টি মামলা দায়ের করা হয়। এ সকল মামলায় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।

(৩৮) ৩০ জুলাই ২০১২ তারিখে 'প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)'-এর কার্যপরিধির পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৩৯) ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ও জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সংশোধনক্রমে পুনর্গঠন করা হয়।

(৪০) ০৯ অক্টোবর ২০১২ তারিখে 'খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফ,পি,এম,সি)', 'জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)', 'জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল', 'পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি', 'প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)', আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' এবং 'দেশের উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলার মঙ্গা কবলিত দরিদ্র জনসাধারণের দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে স্বল্প মেয়াদে মঙ্গা হ্রাস করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে মঙ্গা দূরীভূত/উচ্ছেদ করার নিমিত্ত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে গঠিত জাতীয় পর্যায়ের কমিটি' সংশোধনক্রমে পুনর্গঠন করা হয়।

(৪১) ৩০ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্বৃত্ত জমি চিহ্নিতকরণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি এবং 'ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন-২০১০' এর খসড়া পরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি সংশোধনক্রমে পুনর্গঠন করা হয়।

(৪২) ০৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সংশোধনক্রমে পুনর্গঠন করা হয়।

(৪৩) রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy)' শীর্ষক একটি কৌশলপত্র গত ১৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করে।

(৪৪) ২৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখে রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নে দিক্-নির্দেশনা প্রদান এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হয় এবং জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদকে সহায়তা প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে উক্ত পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

(৪৫) ০৩ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে 'জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ' (NCID) কমিটি সংশোধনক্রমে পুনর্গঠন করা হয়।

(৪৬) ২০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে 'জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ' সংশোধনক্রমে পুনর্গঠন করা হয়।

(৪৭) ২৩ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে 'জুডিশিয়াল সার্ভিস পে কমিশন, ২০০৭'-এর সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়।

(৪৮) ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে দেশের গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে স্থিতিশীল পরিবেশ সমুন্নত রাখার মাধ্যমে একে টেকসই শিল্প খাতে পরিণত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি উচ্চ পর্যায়ে নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা এবং এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/দিক্-নির্দেশনা প্রদানের জন্য 'গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি' গঠন করা হয়।

(৪৯) ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সোনালী, জনতা ও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এর জন্য অভিন্ন বেতন কাঠামো প্রণয়নের নিমিত্ত কমিটি গঠন সম্পর্কে ইতঃপূর্বে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনটি আংশিক সংশোধনক্রমে উক্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৫০) ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে চট্টগ্রাম শহরের নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় অবস্থিত মেসার্স আরকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর ৪.৪০ একর (৯৯ বৎসর মেয়াদি লিজহোল্ড যার মেয়াদ ২০৫৫ সালে উত্তীর্ণ হবে) জমি ও সম্পদের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

(৫১) ০২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র (Bangladesh National Conservation Strategy)-এর খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়।

(৫২) ২২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে গৃহীতব্য কার্যক্রম যথা দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির কার্যপরিধি সংশোধনক্রমে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

(৫৩) ০৬ মে ২০১৩ তারিখে দেশের তৈরি-পোশাক কারখানাসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এ শিল্পে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সুরক্ষা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

(৫৪) ২৭ মে ২০১৩ তারিখে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর ও পার্শ্বে অবস্থিত হাটবাজার অপসারণ/স্থানান্তর এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে চলাচল অনুপযোগী শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নছিমন, করিমন, ভটভটি ও বৈদ্যুতিক ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক প্রভৃতি চলাচল নিষিদ্ধ করত: মহাসড়কে যান চলাচল নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়।

(৫৫) ১০ জুন ২০১৩ তারিখে দেশের তৈরি পোশাক কারখানাসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এ শিল্পে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সুরক্ষা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৫৬) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৫টি সভা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা শাখায় বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ১৪৬টি অভিযোগ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২৩টির বিষয়ে বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য সম্মতি দেওয়া হয় এবং ৯৮টি মামলা নথিজাত করার জন্য বলা হয় অর্থাৎ মোট ১২১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অবশিষ্ট ২৫টি অভিযোগ বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের নিকট তদন্তাধীন রয়েছে।

(৫৮) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিযোগ সংক্রান্ত সর্বমোট ৬৬টি অভিযোগ/আবেদনপত্র পাওয়া গেছে এবং প্রতিটি পত্র যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। অভিযোগ সংক্রান্ত প্রাপ্ত ৬৬টি পত্রের মধ্যে ৩২টির অভিযোগ/আবেদনপত্রের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অত্র বিভাগকে অবহিত করা হয় এবং অবশিষ্ট ৩৪টি অভিযোগ/আবেদনপত্র নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়।

(৫৯) বিভাগীয় কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর ২৪টি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। সার-সংক্ষেপসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত অনুশাসন বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

(৬০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলা সফরকালে বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, নীতিমালা এবং আদেশ ও পরিপত্র মোতাবেক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান, যথাযথ রাষ্ট্রাচার অনুসরণ এবং প্রয়োজনীয় যানবাহন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৬১) সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা পরিষদের ৩৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ পরিকল্পিতভাবে মহাসড়কগুলি সংরক্ষণের লক্ষ্যে জেলা কমিটি গঠনপূর্বক এ সংক্রান্ত ২৪ জুলাই ২০১২ তারিখের পরিপত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব, চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, সকল বিভাগীয় কমিশনার ও ডিআইজি এবং সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৬২) আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১০ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মহাসড়ক সংলগ্ন বাজারসমূহ নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তর এবং মহাসড়কের পার্শ্বে বাজার স্থাপন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠনপূর্বক গত ২৪ জুলাই ২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব এবং সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৩) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিতে মাঠ প্রশাসনে কর্মরত সাধারণ প্রশাসনের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি জানানো হয়।

(৬৪) নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিশেষ অভিযানের নিমিত্ত গঠিত কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ২৯ আগস্ট ২০১২ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৫) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস যথা –শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ২০১২; মহান বিজয় দিবস, ২০১২; মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২০১৩; পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) ২০১৩; শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০১৩; ১৭ মার্চ ২০১৩ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৩তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০১৩; ১৭ এপ্রিল ২০১৩ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস; আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস, ২০১২ এবং মহান মে দিবস, ২০১৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় কর্মসূচির নিরিখে বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচি পালন এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়।

(৬৬) সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি মনিটর করতে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৬৭) মহানগর, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে 'সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি' গঠনের নিমিত্ত ০৭ মার্চ ২০১৩ তারিখে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৬৮) নবগঠিত রংপুর বিভাগে পরিচালক, আনসার ও ভিডিপি'র দপ্তর, উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তর এবং বিভাগীয় পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা-এর দপ্তর স্থাপনের জন্য গত ১৫ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৯) দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারদের বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭০) বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এয়ারকুলার সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ব্যবহার সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সকল পুরুষ কর্মকর্তা মার্চ-নভেম্বর সময়ে আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা না থাকলে স্যুট-টাই পরিধান না করে অফিসে প্যান্ট-শার্ট (অর্ধ/পুরা হাতা) পরিধানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ইতঃপূর্বে জারিকৃত পরিপত্রটি অনুসরণের বিষয়ে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে ১৩ মে ২০১৩ তারিখে একটি পরিপত্র জারি করা হয়।

(৭১) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পূর্ণাঙ্গ ট্রেজারি কার্যক্রম চালুকরণের বিষয়ে গত ০২ জুন ২০১৩ তারিখে অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

(৭২) ২০১৩ সালের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন, মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণ এবং ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে সরবরাহ করা হয়।

(৭৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মন্ত্রিসভার অবগতির জন্য মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন, মুদ্রণ ও সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়।

(৭৪) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ১৭টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

(৭৫) জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকসেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করার জন্য ২০ মে ২০১৩ তারিখে সিনিয়র সচিব/সচিব, সংস্থাপ্রধান, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেওয়া হয়।

(৭৬) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ১৮ নভেম্বর ২০১২, ১৩ জানুয়ারি ২০১৩, ২০ মে ২০১৩ এবং ১৯ জুন ২০১৩ তারিখে সমরপুস্তক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৭৭) নাগরিকের মৌলিক উপাত্ত কাঠামো (Citizen Core Data Structure, CCDS)-এর প্রজ্ঞাপন সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৭৮) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের ৪৭টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ৫২ জন কর্মকর্তা এবং ০৫টি ওয়ার্কশপ/সেমিনারে ০৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

(৭৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ৭ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

(৮০) ৩ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা, ৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ১ জন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী সৌদি আরবে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে কনসুলার সেবা প্রদান করেন।

## ৭.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলি

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, মধ্যমেয়াদি বাজেট ব্যবস্থাপনা ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়সমূহের উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৪৯ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সচিবালয় নির্দেশমালা-২০০৮ এর উপর ২৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ৪২ জন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারির প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া, অফিস ব্যবস্থাপনা সহায়তা কোর্সের উপর ৫৩ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারির প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Ministry Budget Framework (MBF) অর্থাৎ মিশন স্টেটমেন্ট, প্রধান কার্যাবলি, অগ্রাধিকার খাতসমূহ, প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ ইত্যাদি সংশোধন ও হালনাগাদ করে ৯ মে ২০১২ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৩) ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরের জন্য ৩২.০০ কোটি টাকার বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ-বৎসরের জন্য যথাক্রমে ৩১.৮৩ কোটি, ৩৪.০৬ কোটি, ৩৬.৪৪ কোটি এবং ৩৮.৯৯ কোটি টাকার বাজেট প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৫) ০১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের জন্য ২৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার সংশোধিত বাজেট প্রণয়নপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৬) 'মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)' পুস্তিকায় সংযোজনের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজি version) প্রণয়নপূর্বক ০৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি এবং তাদের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার বাস্তবায়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব কেবিনেট ডিভিশন' শীর্ষক একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কর্মসুচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবৎসরে বেশ কিছু কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবৎসরে ৩৮টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২৩টি ল্যাপটপ, ৭টি প্রিন্টার এবং ১০ টি স্ক্যানার ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া Interactive Website & Information Exchange Management System সফটওয়্যারের ২য় ফেইজ ডেভেলপ করা হয়েছে।

(৮) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন 'Supporting the Good Governance Programme' এ ৪৭টি tranche condition-এর মধ্যে ৪৪টি conditions বাস্তবায়িত হয়।

(৯) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সভাপতি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'নৈতিকতা কমিটি' ০৬ মে ২০১৩ তারিখে গঠন করা হয়।

(১০) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৭৯.৪১ শতাংশ; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৯৮ শতাংশ; মন্ত্রিসভায় আইন/নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের হার ১০০ শতাংশ: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়নের হার ১৬৩ শতাংশ; জেলা প্রশাসকগণের বাৎসরিক পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়নের হার ১৪৪ শতাংশ; জেলা প্রশাসক সম্মেলনে জেলা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত (স্বল্পমেয়াদি) বাস্তবায়নের হার ৯৯.২৩ শতাংশ এবং বাৎসরিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রমাপ বাস্তবায়নের হার ১৫৭ শতাংশ।

(১১) নাগরিক সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবনী দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগ প্রধানের নেতৃত্বে ০৮ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়।

(১২) ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, সারসংক্ষেপ ও বিজ্ঞপ্তিসমূহের মোট ২৫ খন্ড বই ১৮ জুন ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় থেকে বাঁধাই করে আনা হয় এবং যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

(১৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার ফোকাল পয়েন্টগণের দায়িত্ব সংক্রান্ত দু'টি ওয়ার্কশপ গত ৯ জুন ২০১৩ ও ১৬ জুন ২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়।

**পরিশিষ্ট-০১**

# ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা

## মন্ত্রিপরিষদ সচিব

| ক্রমিক | কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর | পদবি | কার্যকাল |
|---|---|---|---|
| ১. | মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা (২৯২৩) | মন্ত্রিপরিষদ সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |

## অতিরিক্ত সচিব

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | জনাব মরতুজা আহমদ (২৪৬১) | অতিরিক্ত সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ২৯-৪-২০১৩ পর্যন্ত |
| ২. | মোঃ নজরুল ইসলাম (১১৫৫) | অতিরিক্ত সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৩. | খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার (২৫৭১) | অতিরিক্ত সচিব | ২০-৫-২০১৩ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৪. | ইসতিয়াক আহমদ (৩৪৯৫) | অতিরিক্ত সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৫. | মোঃ নূরুল করিম (৭২৫৯) | অতিরিক্ত সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |

## যুগ্মসচিব

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন (৩৪১৮) | যুগ্মসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ২. | জনাব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত (৩৬৬৩) | যুগ্মসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ১৫-৪-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৩. | মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী (৪৫০৮) | যুগ্মসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৪. | শেখ মোহাম্মদ শামীম ইকবাল (৪০০৬) | যুগ্মসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ১৬-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৫. | মোঃ আবদুল ওয়াদুদ (৪৭৬৯) | যুগ্মসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৬. | মীর মোশাররফ হোসেন (৪৮০১) | যুগ্মসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৭. | এম বজলুল করিম চৌধুরী (৪৮২৭) | যুগ্মসচিব | ০৯-৬-২০১৩ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |

## উপসচিব

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম (৪০৭৪) | উপসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ২. | জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (৫৩৪৮) | উপসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৩. | জনাব মোঃ সাইদুর রহমান (৫৫৪৪) | উপসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৪. | মোঃ আব্দুল বারিক (৫৬১৭) | উপসচিব | ১৬-০১-২০১৩ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৫. | বেগম সাবিহা পারভীন (৫৬৩২) | উপসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৬. | বেগম নীলিমা আখতার (৫৬৫৩) | উপসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৭. | জনাব মোঃ আজাদুর রহমান মল্লিক (৫৬৭৬) | উপসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ০২-৪-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৮. | জনাব শাব্বীর হোসেন (৫৭৪৩) | উপসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৯. | জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস (৫৭৪৫) | উপসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১০. | জনাব মোঃ শাহ আলম (৫৭৫২) | উপসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১১. | জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন (৫৭৬৮) | উপসচিব | ২১-৭-২০১১ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১২. | বেগম হাবিবুন নাহার (৬০৩৩) | উপসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১৩. | বেগম খোরশেদা ইয়াসমীন (৬০৮০) | উপসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |

| ক্রমিক | কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর | পদবি | কার্যকাল |
|---|---|---|---|
| ১৪. | জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী (৬৪১৩) | উপসচিব | ২১-৩-২০১৩ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১৫. | জনাব মোহাম্মদ আবদুল লতিফ (৬৪৫৫) | মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব) | ২১-৩-২০১৩ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১৬. | ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান (৬৫৩১) | উপসচিব | ২৪-৩-২০১৩ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১৭. | ইয়াসমিন বেগম (৬৫৪০) | উপসচিব | ২৪-৩-২০১৩ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১৮. | বেগম আয়েশা আক্তার (৬৫৭০) | উপসচিব | ২৪-৩-২০১৩ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১৯. | ড. শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক (৪০২১) | উপসচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ০৮-১১-২০১২ পর্যন্ত |

**সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান**

| ক্রমিক | কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর | পদবি | কার্যকাল |
|---|---|---|---|
| ১. | জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী (৬৪১৩) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০৫-৯-২০১২ থেকে ২০-৩-২০১৩ পর্যন্ত |
| ২. | জনাব মোহাম্মদ আবদুল লতিফ (৬৪৫৫) | মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব) | ০১-৭-২০১২ থেকে ২০-৩-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৩. | জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন (৬৫০৯) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৪. | ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান (৬৫৩১) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ১৫-১০-২০১২ থেকে ২৩-৩-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৫. | ইয়াসমিন বেগম (৬৫৪০) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ২৩-৩-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৬. | বেগম আয়েশা আক্তার (৬৫৭০) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ২৩-৩-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৭. | মনিরা বেগম (৬৬৩৪) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৮. | জনাব মঈনউল ইসলাম (৬৬৪৬) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০২-৯-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ৯. | জনাব আলতাফ হোসেন সেখ (৬৭১৫) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১০. | ড. সৈয়দা ফারহানা নুর চৌধুরী (৬৮০৮) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১১. | বেগম তাহমিনা ইয়াসমিন (৬৮১৩) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১২. | বেগম শারমীনা নাসরিন (১৫০৩১) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০২-৬-২০১৩ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১৩. | জনাব মোঃ ওসমান গনি (১৫০৮১) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১৪. | বেগম লুবনা সিদ্দিকী (১৫৩০৪) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০৯-৪-২০১৩ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১৫. | কাজী নিশাত রসুল (১৫৩২৫) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১৬. | বেগম জেসমীন আক্তার (১৫৬৯৬) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০৮-১০-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১৭. | জনাব মুকতাদির আজিজ (১৫৭৭৭) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ১১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১৮. | জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম (১৫৭৯৫) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ১০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ১৯. | জনাব হোসেন আহমেদ (১৫৮৭৬) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ১১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ২০. | জনাব মোহাম্মদ খালেদ-উর-রহমান (১৫৯৩৮) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ১১-৭-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ২১. | মোহাম্মদ খালেদ হাসান (৬৫২৬) | সিনিয়র সহকারী সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ০২-৯-২০১২ পর্যন্ত |
| ২২. | জনাব মশিউর রহমান (০৪৪৩) | সহকারী প্রধান | ০১-৭-২০১২ থেকে ২৮-৪-২০১৩ পর্যন্ত |
| ২৩. | জনাব দেবোত্তম সান্যাল (০৪৬৯) | সহকারী প্রধান | ২৬-৫-২০১৩ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ২৪. | জনাব পতিত পাবন দেবনাথ (১১১১২) | সহকারী সচিব | ০১-৭-২০১২ থেকে ১৭-৪-২০১৩ পর্যন্ত |
| ২৫. | জনাব জয়নাল আবেদীন (১১১৩৭) | সহকারী সচিব | ১১-১১-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |
| ২৬. | জনাব মোঃ আবদুর রব মিয়া (১১২৭৪) | সহকারী সচিব | ১১-১১-২০১২ থেকে ৩০-৬-২০১৩ পর্যন্ত |

*(সকল ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা অনুসরণ করা হয়নি)*

**পরিশিষ্ট-০২**

# ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI)

| ক্রমিক | কর্মকৃতি নির্দেশক | পরিমাপের একক (সংখ্যা/শতকরা হার) | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা | সন্তোষজনক/ সন্তোষজনক নয় | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১. | মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার | শতকরা হার | ৩০৬ (১০০%) | ২৪৩টি (৭৯.৪১%) | সন্তোষজনক | মন্ত্রিসভার কতিপয় সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন দীর্ঘমেয়াদী ও কতিপয় সিদ্ধান্ত চলমান প্রকৃতির। |
| ২. | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার | শতকরা হার | ৪৮ (১০০%) | ৪৭ (৯৮%) | সন্তোষজনক | - |
| ৩. | মন্ত্রিসভায় আইন/ নীতিমালা/ কর্মকৌশল/কমপরিকল্পনা অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের হার | শতকরা হার | ৮৯ (১০০%) | ৮৯ (১০০%) | সন্তোষজনক | - |
| ৪. | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়নের হার | সংখ্যা ও শতকরা হার | ৩০ (১০০%) | ৪৯ (১৬৩%) | সন্তোষজনক | লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। |
| ৫. | জেলা প্রশাসকগণের বাৎসরিক পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়নের হার | সংখ্যা ও শতকরা হার | ৪৬০৮ (১০০%) | ৬৬৫৪ (১৪৪%) | সন্তোষজনক | লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। |
| ৬. | জেলা প্রশাসক সম্মেলনে জেলা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত (স্বল্পমেয়াদি) বাস্তবায়নের হার | সংখ্যা ও শতকরা হার | ১৩০ (১০০%) | ১২৯ (৯৯.২৩%) | সন্তোষজনক | - |
| ৭. | বাৎসরিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রমাপ বাস্তবায়নের হার | সংখ্যা ও শতকরা হার | ২৯,৩৫২ (১০০%) | ৪৬,২২৩ (১৫৭%) | সন্তোষজনক | লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। |

**পরিশিষ্ট-০৩**

## মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় মোট ০৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তিনটি প্রকল্পের মধ্যে একটি অনুন্নয়ন বাজেটের অধীন 'Capacity Development of Cabinet Division'; অন্য দু'টি হচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কারিগরি সহায়তা প্রকল্প যথা- 'Supporting the Good Governance Programme' এবং 'Preparatory Activities to Develop and Implement Enabling Open Government Project (EOGP)'. এ অর্থ-বৎসরে 'Capacity Development of Cabinet Division' শীর্ষক কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ৮৫.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৩৩.৬৭ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, 'Supporting the Good Governance Programme'-এর সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ ছিল ৭৬৩.৮৪ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৭২৫.৪৯ লক্ষ টাকা এবং EOGP প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ৭০০.০০ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৫.৬৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য, ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের বরাদ্দ এবং ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

**(ক) প্রকল্প /কর্মসূচির নামঃ** Supporting the Good Governance Programme.

**১.০ সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ**

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন "Supporting the Good Governance Programme" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি খাতে দুর্নীতি প্রশমনে যথাযথ আইনি ও পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতির ব্যাপকতা হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এমনভাবে অর্জন করা যাতে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি হয় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি জনগণের আস্থা স্থাপিত হয়। উক্ত প্রকল্পের সংশোধিত টিপিপি ২০১৩ অনুযায়ী মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭৬৩.৮৪ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭২৫.৪৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অর্থ বরাদ্দ এবং ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

**২.০ প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ**

২.১ সরকারি খাতে দুর্নীতি প্রশমনে যথাযথ আইনি ও পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতির ব্যাপকতা হ্রাসকরণ;

২.২ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন করা ও বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিকরণ; এবং

২.৩ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি জনগণের আস্থা স্থাপন।

**৩.০ প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদঃ** নভেম্বর ২০০৭ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত (০৫ বছর ৮ মাস)।

**৪.০ কম্পোনেন্টসমূহঃ** রাজস্বঃ

৪.১ বেতন ও ভাতা।
৪.২ সরবরাহ ও সেবা।
৪.৩ প্রশিক্ষণ।
৪.৪ ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সম্মেলন।
৪.৫ পরামর্শক (দেশি-বিদেশি)।

**৫.০ প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ**

সংশোধিত টিপিপি ২০১৩ অনুযায়ী প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭৬৩.৮৪ লক্ষ টাকা যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৬১২.১৫ লক্ষ টাকা এবং জিওবি বরাদ্দ ১৫১.৬৯ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৭২৫.৪৯ কোটি টাকা । ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট বরাদ্দ ছিল ৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৩৮.২৩ লক্ষ টাকা। নিম্নে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের বরাদ্দ ও ব্যয় উল্লেখ করা হলঃ

**৫.১ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ**

| বরাদ্দ | | | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট (লক্ষ টাকা) | জিওবি (লক্ষ টাকা) | প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকা) | মোট (লক্ষ টাকা) | জিওবি (লক্ষ টাকা) | প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকা) |
| ৫৫.০০ | ৭.০০ | ৪৮.০০ | ১৩৮.২৩ | ৪.৪৪ | ১৩৩.৭৮* |

* এডিবি কর্তৃক প্রকল্প সহায়তা খাতে বেশি ব্যয় করা হয়েছে।

**৬.০ উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহঃ**

মূলধনঃ ৬.১ সম্পদ সংগ্রহঃ (ক) কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ (খ) কম্পিউটার সফটওয়্যার।

**৭.০ অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎসঃ**

কর্মসূচিটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত।

**৮.০ প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থাঃ**

কর্মসূচিটির ৪৭টি Tranche Conditions-এর মধ্যে ৪৪টি ঈড়হফরঃরড়হং ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। অবাস্তবায়িত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের মেয়াদ এবং ঋণের অর্থ ছাড়করণের মেয়াদ আগামী ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে এডিবি সম্মতি প্রদান করেছে।

(খ) **প্রকল্প /কর্মসূচির নামঃ** Capacity Development of Cabinet Division

**১.০ সংক্ষিপ্ত বিবরণ:**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন Capacity Development of Cabinet Division-এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ই-সেবা মানোন্নয়ন এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পন্ন দক্ষ জনপ্রশাসনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পূর্বক সুশাসন প্রতিষ্ঠার ভূমিকা পালন।

**২.০ প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:**

২.১ সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ই-সেবার মানোন্নয়ন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে দ্রুত ও কার্যকর সমন্বয় সাধন।

২.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইসিটি যন্ত্রপাতির উন্নয়ন ও কম্পিউটার ল্যাবের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ বিভাগের কাজের গুণগত ও পরিমাণগত সক্ষমতার উন্নতি।

**৩.০ প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ:** জানুয়ারি ২০১৩ -জুন ২০১৪ (১৮ মাস)।

**৪.০ কম্পোনেন্টসমূহ:**

৪.১ Hardware and Software Development.

৪.২ Training

৪.৩ seminar/Workshop

**৫.০ প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ:** ২৭০.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব বাজেট)।

৫.১ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট বরাদ্দ ৮৫.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট ব্যয় ৩৩.৬৭ লক্ষ টাকা।

**৬.০ উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহঃ**

**সম্পদ সংগ্রহঃ**

| | |
|---|---|
| (ক) ল্যাপটপ | ২০টি |
| (খ) ডেস্কটপ | ২০টি |
| (গ) লেজার প্রিন্টার | ০৭টি |
| (ঘ) স্ক্যানার | ১০টি |
| (ঙ) আসবাবপত্র | ২০টি |

**৭.০ অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎসঃ** সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত। এ প্রকল্পে বিদেশি কোন অর্থায়ন নেই।

**৮.০ প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থাঃ** কর্মসূচি সংশোধনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সংশোধিত কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৯.৪৯ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল বৃদ্ধি করে জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত (২৪ মাস) নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

**(গ) প্রকল্প/কর্মসূচির নামঃ** 'Preparatory Activities to Develop and Implement Enabling Open Government Project (EOGP)'

**১.০ সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ**

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসর থেকে পরবর্তী ৪-৫ বৎসর মেয়াদে নিম্নবর্ণিত অধিক্ষেত্রে বৃহত্তর একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক সহায়তা প্রদান করাঃ

a) Enhancing Service delivery through ICT
b) Increasing access to information by implementing Rights to Information Act 2009.

নাগরিক সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকান্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নাগরিকগণের তথ্যের অধিকারকে অধিকতর সংহত করার নিমিত্ত 'Enabling Open Government' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করতে বিশ্বব্যাংক সম্মত হয়।

**২.০ প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ**

বিশ্বব্যাংক-এর কারিগরি সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন ''Enabling Open Government Project''-এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের ই-গর্ভনেন্স ব্যবস্থাপনা সেল প্রতিষ্ঠা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে পরবর্তী ৪-৫ বৎসর মেয়াদে নিম্নবর্ণিত অধিক্ষেত্রে বৃহত্তর একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প দলিল প্রস্তুত করা । এ প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় পরবর্তী বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এনবিআর (ভ্যাট অনুবিভাগ) কে প্রকল্প দলিল প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

**৩.০ প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ:** অক্টোবর ২০১২-জুন ২০১৩ (০৯ মাস)।

**৪.০ কম্পোনেন্টসমূহঃ**

প্রকল্পটির টিপিপি অনুযায়ী পরবর্তী বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প দলিলসমূহ প্রস্তুত করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

- ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাপনা এবং আরটিআই (Right to Information) বাস্তবায়ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস প্রতিষ্ঠা।
- ই-গভর্ন্যান্স।
- আরটিআই।
- প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন।

**৫.০ প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দঃ** ৭.০০ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য)।

৫.১ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বরাদ্দ রয়েছে ৭.০০ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য)।

## ৫.২ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

| বরাদ্দ | | | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট (লক্ষ টাকা) | জিওবি (লক্ষ টাকা) | প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকা) | মোট (লক্ষ টাকা) | জিওবি (লক্ষ টাকা) | প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকা) |
| ৭০০.০০ | ০০.০০ | ৭০০.০০ | ২৫.৬৪ | ০০.০০ | ২৫.৬৪ |

## ৬.০ উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহঃ

**মূলধনঃ** ৬.১ সম্পদ সংগ্রহঃ (ক) আইসিটি ইকুপমেন্ট/ এক্সেসরিজ (খ) ফটোকপিয়ার ও (গ) কম্পিউটার টেবিল/চেয়ার।

**৭.০ অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎসঃ** কর্মসূচিটি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত (সম্পূর্ণ আইডিএ কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য)।

## ৮.০ প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থাঃ

বিশ্বব্যাংক-এর কারিগরি সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন 'Enabling Open Government Project'টি বাস্তবায়ন মেয়াদে অধিকাংশ প্রকল্প দলিলসমূহ তৈরি হওয়ায় গত ৩০ জুন ২০১৩ প্রকল্পটির কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/১৪-৩০৩৬কম(সি-১৩)—১৫০ বই, ২০১৩।